দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

সবচেয়ে খারাপ ফল যশোর বোর্ডে

ইংরেজিতেই অর্ধেক ফেল

আহমেদ সাঈদ বুলবুল, যশোর অফিস

এইচএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে এবার 'ভয়াবহ' ফল বিপর্যয় ঘটেছে। প্রধানত তিন কারণে এ বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে ধারণা করছেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কারণ তিনটি হলো: ইংরেজি প্রশ্ন কঠিন হওয়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব।

যশোর বোর্ডে গত ৫ বছর ধারাবাহিকভাবে ফল নিম্নমুখি হবার পর এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ দশমিক ৪৫ ভাগ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬০ দশমিক ৫৮, আর ২০১৩ সালে এ হার ছিল ৬৭ দশমিক ৪৯ ভাগ। এবছর জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও নেমে এসেছে অনেকে নিচে। ১ হাজার ৯২৭ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ২৩১, আর ২০১৩ সালে ছিল ৪ হাজার ৭৪০। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

সবচেয়ে খারাপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যশোর বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফল থেকে জানা যায়, যশোর বোর্ডে এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ১৪ হাজার ২৮১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৩ হাজার ৮৭ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ২৭ হাজার ৫০ ও ছাত্রী ২৬ হাজার ৩৭। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৪৫। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৯২৭ জন। পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছিল ১২৯ জন। গত বছর যশোর বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ১৪ হাজার ৮১৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল ৬৯ হাজার ৫৫০ জন। পাসের হার ছিল ৬০ দশমিক ৫৮। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪ হাজার ২৩১ জন। রবিবার যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এ চিত্র উঠে এসেছে।

এ বছর যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৩ হাজার ৭১০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৯ হাজার ৪৩০ জন। পাসের হার ৬৮ দশমিক ৭৮ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৪৭০ জন। মানবিক বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭২ হাজার ৬৮৫ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ২৭ হাজার ২৫৮ জন। পাসের হার ৩৭ দশমিক ৫০ ভাগ। এই বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮৬ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ২৮ হাজার ৪৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পাস করেছে ১৬ হাজার ৩৯৯ জন। পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮১ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী।

যশোর বোর্ড সার্বিক ফলাফলে গত বছরের তুলনায় ব্যাপক ফল বিপর্যয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বোর্ডের থেকেও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গত বছরের মতো এবারও সিংহভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজিতে কৃতকার্য হতে পারেনি। এ বছর যশোর বোর্ডে ইংরেজিতেই ফেল করেছে ৪৯ দশমিক ০৯ ভাগ শিক্ষার্থী। কারণ হিসেবে ইংরেজি প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিক্ষার্থীরা।